

বাংলাদেশে শকুন সংরক্ষণের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

ড. তপন কুমার দে

বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল

ভূমিকা :

শকুন আমাদের অতি পরিচিত পাখি। শকুনের আবাসস্থল ধ্বংস, খাদ্যের অভাব এবং গবাদি পশুর চিকিৎসায় মরণঘাতী ঔষধ ডাইক্লোফেনাক, কিটোপ্রোফেন ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে সকল প্রজাতির শকুন মহাবিপন্ন বন্যপ্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরা মৃত দেহ ভক্ষণকারী পাখি হিসাবে আমাদের নিকট পরিচিত। দুই দশক আগেও যেখানে গবাদি পশু মারা যাওয়ার পর ভাগাড়ে মৃত দেহ ফেলা মাত্র শকুন দল এসে হাজির হত। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা দেখা যায় না। সারা পৃথিবীতে ২৩ প্রজাতির শকুন রয়েছে যেমন- White-rumped vulture, Griffon vulture, Indian vulture, Slender-billed vulture, Himalayan vulture, Cinereous vulture, Ruppells vulture, White-backed vulture, Cape vulture, Hooded vulture, Red-headed vulture, Lappet-faced vulture, White-headed vulture, Lammergeier vulture or bearded vulture, Egyptian vulture ও Palm-nut vulture, Black vulture, Turkey vulture, Lesser yellow-headed vulture, Greater yellow-headed vulture, California condor, Andean condor vulture, King vulture। আমাদের দেশে ৬ প্রজাতির শকুন দেখা যেত। এর মধ্যে ৩ প্রজাতির শকুন স্থায়ীভাবে বসবাস করত। এদের মধ্যে রাজশকুন (Red-headed Vulture) বাংলাদেশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বাংলা শকুন (White-rumped Vulture) ও সরুঠোঁট শকুন (Slender-billed Vulture) আবাসিক শকুন হিসেবে টিকে আছে। আমাদের দেশে পরিযায়ী/অনাবাসিক ৩ প্রজাতির শকুনের মধ্যে গ্রীফন শকুন/ ইউরেশিয় শকুন (Griffon Vulture), হিমালয়ী শকুন (Himalayan Vulture), কালা শকুন (Cinereous Vulture) ও ধলা শকুন (Egyptian Vulture) ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে মাঝেমাঝে আসে।

আমাদের অতি পরিচিত বাংলা শকুন (*Gyps bengalensis*) দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলার নামেই আমরা নামকরণ করেছি বাংলা শকুন। সূত্রাং এ পাখিটিকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। আমাদের সংস্কৃতিতে শকুন কোন আনন্দদায়ক বা দৃষ্টিনন্দন পাখি বা প্রাণী নয়। বাড়ীতে বা আশেপাশে শকুনের উপস্থিতি কেউই প্রত্যাশা করেন না। আমাদের অজ্ঞতা অবহেলার কারণে এবং শকুনের আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে আমাদের চিরচেনা বাংলা শকুন (*Gyps bengalensis*) আগামী ৫ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। শকুন কমছে বলেই পশুর এ্যানথ্রাক্স, যক্ষা, জলাতঙ্ক, খুরা রোগ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন রোগ বালাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে মানুষও আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পূর্বে প্রায় ৫০,০০০ শকুন ছিল। বর্তমানে এদের সংখ্যা ৩০০ এর নিচে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় বাংলা শকুন হয়ত আমাদের দেশ হতে হারিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক শকুন দিবস উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপট :

২০০৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার Birds of Prey Programme ও ইংল্যান্ডের Hawk Conservancy Trust এর উদ্যোগে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার দিনটিকে আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশে ২০১০ সাল থেকে এই দিবসটি পালন করে আসছে এবং এতে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী, গবেষক, বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ, সরকারি, বেসরকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ঔষধ উৎপাদনকারী কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় “মরণঘাতী ঔষধ ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন মুক্ত শকুনের আবাসস্থল নিশ্চিত করুন”। নির্মল পরিবেশ ও সুস্থ প্রকৃতির জন্য মহাবিপন্ন বাংলা শকুন রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

শকুন সংরক্ষণের গুরুত্ব :

আমাদের নির্মল প্রকৃতি ও সুস্বাস্থ্যের জন্য শকুনের অবদান অনেক বেশি। আমরা সকলে জানি পশু পাখির মৃতদেহ স্বল্প সময়ে খেয়ে প্রকৃতিকে পরিষ্কার ও রোগমুক্ত রাখার জন্য শকুনের চেয়ে উপযুক্ত দ্বিতীয় কোন প্রাণী পৃথিবীতে নেই। গরু মহিষ প্রভৃতি শক্ত ও মোট চামড়ার প্রাণী মারা গেলে সাথে সাথে চামড়া ছিড়ে লোকালয়ের কোন প্রাণী তা খেতে পারে না। একটু পঁচন ধরলেই কুকুর, হাঁদুর বা অন্য প্রাণী তা ভক্ষণ করে। কিন্তু মৃত দেহ পঁচে যাওয়ার জন্য অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস এর উৎপত্তি হয়। কুকুর, হাঁদুর ও অন্য প্রাণী এসব খেয়ে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং মানুষ ও প্রকৃতিকে আক্রান্ত করে। অথচ শকুনের পরিপাক যন্ত্রে এ্যানথ্রাক্স সহ সকল ধরনের Pathogen ধ্বংস হয়ে যায়। এ্যানথ্রাক্স (Anthrax) একটি জুনেসিস রোগ (Zoonosis Disease) যা বন্যপ্রাণী এবং গবাদি পশুর মধ্যে বিস্তার লাভ করে থাকে। বনাঞ্চলে মৃত বন্যপ্রাণী, লোকালয়ের মৃত গবাদিপশু, কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মুরগীর দেহাবশেষ এখনও বিভিন্ন প্রজাতির শকুন ভক্ষণ করে আমাদের প্রকৃতিকে এ্যানথ্রাক্স মুক্ত করে রাখছে।

গত দুই দশকে দক্ষিণ এশিয়ার শকুন বিলুপ্তির কারণে পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। শকুনের অবর্তমানে গবাদিপশুর মৃতদেহ থেকে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি যেমন-এ্যানথ্রাক্স, খুরা রোগ, বুটলিনাম, হগ, কলেরা ইত্যাদি দ্বারা মানুষ ও গবাদিপশু আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় শকুনের অবর্তমানে কুকুর প্রাণীর মৃতদেহ খাচ্ছে। এতে করে কুকুরেরা সহজেই বেশী খাদ্য পাচ্ছে। ফলে কুকুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে জলাতঙ্ক (Rabies) সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় দেশ-বিদেশ থেকে আশা গবাদি পশুকে ব্যাথা নিরাময় ও সতেজ করার জন্য গরু ব্যবসায়ীগণ কোন ভেটেরিনারী ডাক্তার এর পরামর্শ ব্যতীত নিজেরাই যথেষ্টভাবে ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন ইনজেকশন প্রয়োগ করে গরু বাজারজাত করেন। আমরা জানি গো-মাংসে ডাইক্লোফেন এর আধিক্য থাকলে মানব দেহে কিডনির ক্ষতি ও অন্যান্য রোগ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ডাইক্লোফেন প্রয়োগকৃত গবাদি পশুর দেহাংশ (মৃত গবাদিপশুর) যেমন- শকুনের জন্য জীবন হানিকর তেমনি জবাইকৃত পশুর মাংস মানব দেহের জন্যও ক্ষতিকর। কতিপয় মুনাফালোভী গরু ব্যবসায়ীদের এ ধরনের উদ্যোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য ভীতিজনক।

শকুন বিলুপ্ত হওয়ার কারণ :

আমাদের দেশে প্রতিদিন শকুনের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। শকুন কুলের এই মহাপ্রলয়ের প্রধান কারণ পশু চিকিৎসায় ব্যথানাশক ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ও কিটোপ্রোফেন এর ব্যবহার। মার্কিন গবেষক ডঃ লিভসে ওক ২০০৩ সালে প্রমাণ করেন যে ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম (ডাইক্লোফেন) ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে এমন গরু, ছাগলের মৃতদেহ ভক্ষণ করলে শকুনের কিডনী নষ্ট হয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শকুন মারা যায়। সে কারণে ভারত ও পাকিস্তানে ২০০৬ সালে এবং নেপাল ২০০৯ সালে ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম (ডাইক্লোফেন) বন্ধ করে এর পরিবর্তে মেলোক্সিক্যামসহ অন্যান্য বিকল্প ঔষধ ব্যবহার শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকার-২০১০ সালে গবাদিপশুর চিকিৎসায় ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

আরেকটি মরণঘাতী ঔষধ কিটোপ্রোফেন গবাদি পশুর চিকিৎসায় বন্ধ করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই ঔষধ ব্যবহার করা মৃত গবাদিপশু খাওয়ার ফলে শকুনের পরিপাকতন্ত্রে এমন কোন এনজাইম নেই যাহা উহার বিষক্রিয়া নিউট্রোলাইজ (Nutrilized) করতে পারে এবং এর ফলে শকুনের কিডনি নষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে। নিম্নে প্রধান কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো :

- ১। শকুন বড় প্রাণী এবং বড় উচু গাছে থাকে। আমাদের বন ও গ্রামাঞ্চলে বড় গাছ নিধনের ফলে শকুন এর বাসা বাঁধার প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছে।

- ২। গবাদিপশুর চিকিৎসায় মরণঘাতী ঔষধ ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ও কিটোপ্রোফেন ঔষধ ব্যবহার।
- ৩। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে ভাগাঢ়ে মৃত গবাদিপশু না ফেলা।
- ৪। গণসচেতনতার অভাব ও শকুনকে অমঙ্গল পাখি হিসেবে বিবেচনা করে যথেষ্টভাবে শকুন নিধন।
- ৫। শকুন সংরক্ষণ কার্যক্রমের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের অভাব।

শকুন সংরক্ষণে গৃহিত পদক্ষেপ ও আমাদের করণীয়ঃ

১। ২০১০ সালে বন অধিদপ্তরের প্রস্তাবনা অনুসারে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে সারাদেশে গবাদি পশুর চিকিৎসায় “ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম” উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক মনিটরিং ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে সরকারের সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

২। **শকুন নিরাপদ এলাকা (Vulture Save Zone) :** পরিবেশ ও বন ২০১৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করে ১০০ কি.মি. ব্যাসার্ধের দেশের ২টি অঞ্চলকে Vulture Save Zone ঘোষণা করেছে। **শকুন নিরাপদ এলাকা-১** আওতায় রয়েছে-সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, কুমিল্লা ও খাগড়াছড়ি। **শকুন নিরাপদ এলাকা-২** আওতায় রয়েছে ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, মাদারিপুর, যশোর, গোপালগঞ্জ (টুঙ্গিপাড়া ব্যতিত), নড়াইল, শরিয়তপুর, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর (ভান্ডারিয়া ব্যতিত), ঝালকাঠি, পটুয়াখালি ও বরগুনা। উক্ত এলাকা ২টি অঞ্চলের কেন্দ্রের ৫০ কি.মি. ব্যাসার্ধ এলাকাকে কোরজোন (Core Zone) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শকুন নিরাপদ এলাকা-১ এর কেন্দ্র বিন্দু মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বনাঞ্চল এবং শকুন নিরাপদ এলাকা-২ কেন্দ্র বিন্দু সুন্দরবনের খুলনা জেলা সংলগ্ন বনাঞ্চল। শকুন নিরাপদ এলাকায় মরণঘাতী ঔষধ গবাদিপশুর চিকিৎসায় ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া শকুনের প্রজনন স্থল, বিশ্রামস্থল ও বিচরণ এলাকায় রুস্টিং ট্রি সংরক্ষণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। **জাতীয় শকুন পূণরুদ্ধার কমিটি :** পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শকুন পূণরুদ্ধার কমিটি (Bangladesh National Vulture Recovery Committee) গঠন করেছেন। উক্ত কমিটির লক্ষ্য হলো :

- নিষিদ্ধ ডাইক্লোফেনাক বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিবীক্ষণ করা;
- শকুনের শুমারি কাজে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;
- শকুন সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
- শকুন সংরক্ষণে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান তৈরিতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;
- শকুন সংরক্ষণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা;
- প্রতি বছর অন্তত দুইবার সভা করা;

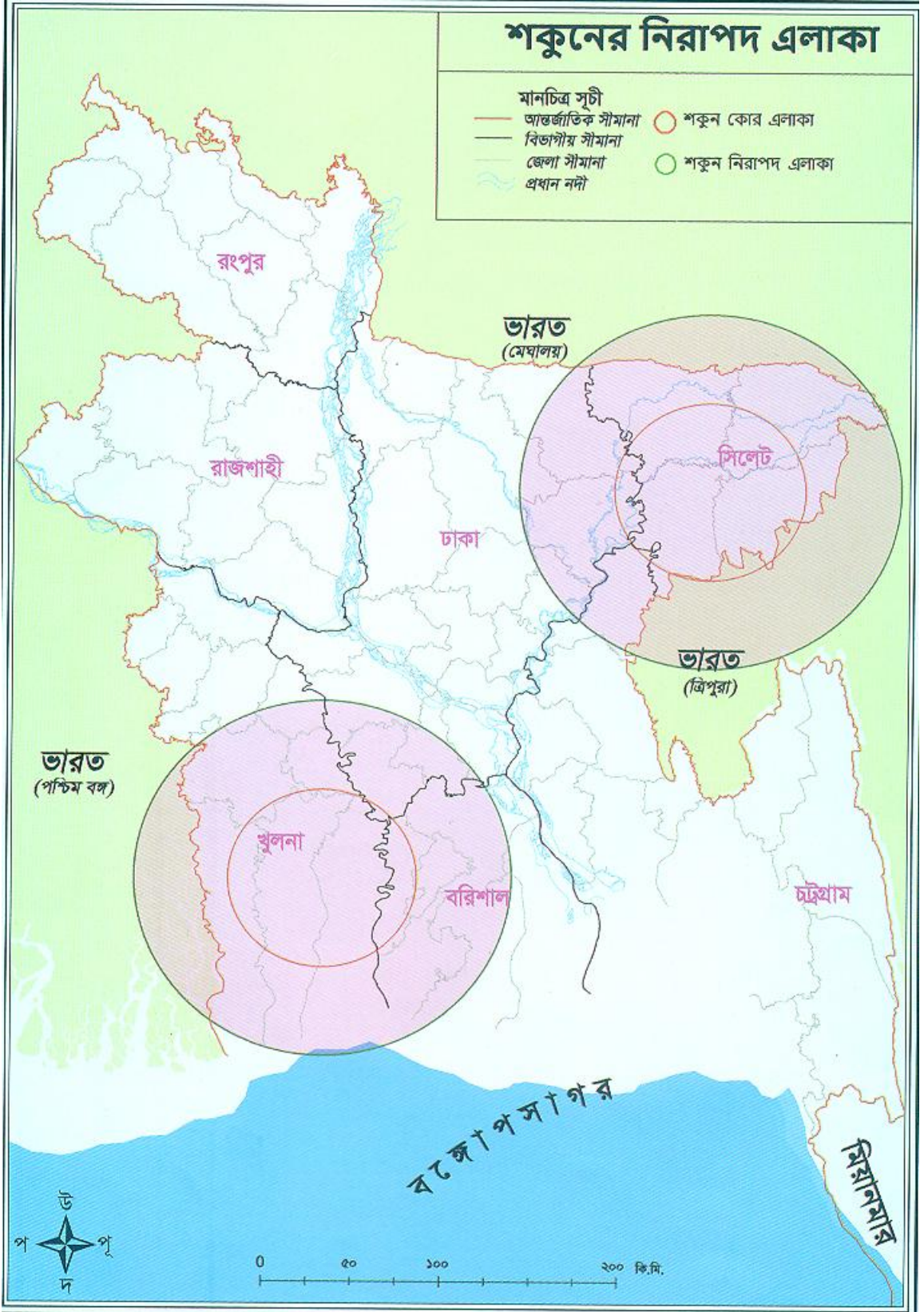
উক্ত কমিটির সভাপতি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব এবং এই কমিটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, সংস্থার (বনবিভাগ, প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি, চিড়িয়াখানা, বিশ্ববিদ্যারয় ও গবেষক) প্রতিনিধি রয়েছেন। উক্ত কমিটির সেক্রেটারিয়েট আইইউসিএন বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস। তবে সরকার ২টি Vulture Save Zone এলাকায় আঞ্চলিক পরিচালনা কমিটি, জেলা, উপজেলা ও গ্রাম ভিত্তিক শকুন সংরক্ষণ দল গঠন করতে হবে।

৪। ডাইক্লোফেনাক এর ন্যায় পশুচিকিৎসায় কিটোপ্রোফেন, ফ্লুনিব্রিন এবং অপরিষ্কৃত ব্যাথানাশক জাতীয় ইনজেকশন নিষিদ্ধ করা।

৫। পশুচিকিৎসায় ডাইক্লোফেনাকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারী নিষেধাজ্ঞাটি মাঠ-পর্যায়ে প্রয়োগের জন্য ঔষধ প্রশাসন ও আইন প্রয়োকারীর সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।

শকুনের নিরাপদ এলাকা

- মানচিত্র সূচী
- আন্তর্জাতিক সীমানা
 - বিভাগীয় সীমানা
 - জেলা সীমানা
 - প্রধান নদী
 - শকুন কোর এলাকা
 - শকুন নিরাপদ এলাকা



শকুন নিরাপদ এলাকার (Vulture Save Zone) বিবরণ

শকুনের নিরাপদ এলাকার নাম	জেলা সমূহ	শকুনের নিরাপদ এলাকার বাংলাদেশ অংশের মোট আয়তন	শকুনের নিরাপদ এলাকার বাংলাদেশ অংশের কোর এলাকার মোট আয়তন	শকুনের জন্য চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বা হটস্পট	শকুনের জন্য চিহ্নিত নিরাপদ এলাকার ভেতর সরকার ঘোষিত রক্ষিত এলাকা ও তার আয়তন	মন্তব্য
শকুনের নিরাপদ এলাকা-১ [সিলেট, ঢাকা (আংশিক) ও চট্টগ্রাম বিভাগের আওতায় শকুনের নিরাপদ এলাকা]	সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, কুমিল্লা ও খাগড়াছড়ি	১৯,৬৬৩.১৮ বর্গ কিলোমিটার	৭,৪৫৯.১৮ বর্গ কিলোমিটার	মৌলভীবাজার: দেওড়াছড়া, কালাছড়া, মাধবপুর, করিমপুর হবিগঞ্জ: রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও নবীগঞ্জ	জাতীয় উদ্যান: (লাউয়াছড়া, সাতছড়ি, খাদিম নগর), বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য: (রেমা-কালেঙ্গা) ইকো-পার্ক: (মাধবকুণ্ড, টিলাগড়, বর্ষিজোড়া)। মোট আয়তন: ৪৬০৩.৯৮ হেক্টর বা ৪৬.০৩৯ বর্গ কিলোমিটার	শকুনের প্রজনন ও বিশ্রামস্থল
শকুনের নিরাপদ এলাকা-২ [খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা (আংশিক) বিভাগের আওতায় শকুনের নিরাপদ এলাকা]	ফরিদপুর, মাগুরা, বিনাইদহ, মাদারিপুর, যশোর, গোপালগঞ্জ (টুঙ্গিপাড়া ব্যতিত), নড়াইল, শরিয়তপুর, বরিশাল, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর (ভাণ্ডারিয়া ব্যতিত) বালকাঠি, পটুয়াখালি ও বরগুনা	২৭,৭১৭.২৬ বর্গ কিলোমিটার	৭,৮৪৬.২৬ বর্গ কিলোমিটার	খুলনা: বটিয়াঘাটা, লাউডোব (দাকোপ) ও ডুমুরিয়া	জাতীয় উদ্যান (কুয়াকাটা), বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (সুন্দরবন পূর্ব, সুন্দরবন পশ্চিম, সুন্দরবন দক্ষিণ, সোনারচর, টেংরাগিরি, চাঁদপাই, দুধমুখী, চাংমারি)। মোট আয়তন: ১৪৮৪৫৭.৫৬ হেক্টর বা ১৪৮৫.৫৭ বর্গ কিলোমিটার	শকুনের প্রজনন ও বিশ্রামস্থল

৬। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক গাজীপুরে ১টি শকুন পূর্ণবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে সেখানে ১৮টি আহত ও উদ্ধারকৃত বিভিন্ন প্রজাতির শকুন সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৭। বন বিভাগ বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যপূর্ণ স্ট্রেটেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রকল্প এর অর্থায়নে IUCN এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শকুন জরীপ ও শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করছেন। আগামী জুন ২০১৬ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৮। শকুন সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত Vulture Restaurant চালু করা।

- ৯। শকুনের আবাসস্থল ও রুষ্টিং বৃক্ষ সমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ১০। শকুনের আবাসস্থল ও রুষ্টিং বৃক্ষ সমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ১১। গ্রামাঞ্চলে মৃত গবাদি পশুর ভাঁগাঢ় সমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।
- ১২। মানুষের জন্য যে ডাইক্লোফেন ও কিটোপ্রোফেন ইনজেকশন বাজারজাত করা হয় তাহা গবাদিপশুর চিকিৎসায় ব্যবহার প্রতিরোধ করা।
- ১৩। গবাদিপশুর চিকিৎসায় বিকল্প ঔষধ মেলোক্সিক্যাম ব্যবহার।
- ১৪। শকুন সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী রক্ষায় ব্যাপক গণসচেনতা সৃষ্টি করতে হবে।
- ১৫। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় যেখানে গবাদিপশুর আমদানি-রপ্তানি হয় সেখানে অবৈধভাবে ভারত থেকে আসা গবাদিপশুর ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন ইনজেকশন বন্ধের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নজরদারি ও মনিটরিং জোরদার করতে হবে।
- ১৬। ভারত ও নেপাল এর ন্যায় আবদ্ধ অবস্থায় শকুনের বংশ বৃদ্ধির জন্য শকুন প্রজনন কেন্দ্র (Vulture Breeding Center) কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

শকুন নিরাপদ এলাকায় যেসকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ :

- ১। ভেটেরিনারি ঔষধ ব্যবহার বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডাইক্লোফেনাক উৎপাদন, বিতরণ এবং বিক্রয়;
- ২। ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন জাতীয় ঔষধের প্রেসক্রিপশন প্রদান;
- ৩। মানুষের ব্যবহারের জন্য ২ মি.লি, এর বড় ডাইক্লোফেনাক ভায়ল (বোতল) পশুচিকিৎসায় ব্যবহার;
- ৪। শকুনের খাদ্য গ্রহণ, বিশ্রাম এবং প্রজননের সময় বিরক্ত বা হুমকি প্রদান;
- ৫। শকুনের বাসা তৈরী ও বিশ্রাম নেওয়া হয় এমন গাছ কাঁটা বা নষ্ট করা;

উপসংহার :

আমরা প্রত্যেকেই যদি আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের স্থানীয় ও পরিযায়ী শকুন সংরক্ষণের গুরুত্ব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে। শকুনের উপস্থিতি আমাদের দেশের পরিবেশ ও পর্যটন শিল্পকে প্রসারিত করতে পারে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় শকুনের ইতিবাচক ভূমিকা সমন্ধে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদসহ সকলকে সোচ্চার হতে হবে। তবে আনন্দের বিষয় ইতোমধ্যে একমি ও স্কয়ারসহ একাধিক ঔষধ কোম্পানি বিকল্প হিসেবে মেলোক্সিক্যাম ঔষধ উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু করেছে। মহাবিপন্ন শকুনের আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং মরণঘাতী ঔষধ ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন বন্ধ করার আহবান জানাচ্ছি।